রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ২৭, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
শাখা-৬
প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৯৯/১৩ই পৌষ ১৪০৬

এস, আর, ও নং.৩৭৫-আইন/৯৯—Control of Essential Commodities Act, 1956 (E.P. Act I of 1956) এর Section ৩-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথা—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**—এই আদেশ সার (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) "অনুমোদিত" অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত;

(খ) "আইন" অর্থ (Control of Essential Commodities Act, 1956 (E. P. Act I of 1956);

(গ) "আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান" (Essential Plant Nutrients) : অর্থ ঃ—

(১) নাইট্রোজেন (২) ফসফরাস (৩) পটাসিয়াম (৪) ক্যালশিয়াম (৫) সালফার (৬) জিংক (৭) আয়রণ (৮) ম্যাংগানিজ (৯) ম্যাগনেশিয়াম (১০) মলিবডেনাম (১১) বোরণ (১২) ক্লোরিণ (১৩) কপার এবং (১৪) কোবাল্ট উপাদান অথবা উল্লিখিত যে কোন এক বা একাধিক উপাদান;

(ঘ) "একক সার" (Single Fertilizer) অর্থ একটিমাত্র উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান এমন রাসায়নিক সার;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ঙ) "খুচরা বিক্রেতা" অর্থ যে ব্যক্তি সরাসরি কৃষক বা ভোক্তার নিকট সার বিক্রয় করেন;

(চ) "জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি" অর্থ অনুচ্ছেদ ১৭ এর অধীন গঠিত জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি;

(ছ) "জৈব সার" (Organic Fertilizer) অর্থ জৈব পদার্থ হইতে সংগৃহীত, প্রক্রিয়াজাত অথবা রূপান্তরিত সার;

(জ) "নিশ্চয়তা বিশ্লেষণ" (Guaranteed Analysis) অর্থ সংশ্লিষ্ট সারের উপাদান হিসাবে স্বীকৃত সকল উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের নিম্নতম শতকরা হারের উল্লেখ;

(ঝ) "নিবন্ধন" অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন নিবন্ধন;

(ঞ) প্রকৃত ওজন (Net Weight) অর্থ সারের বস্তায়, আধারে অথবা কন্টেইনারের উপর মুদ্রিত ওজন;

(ট) "পরিদর্শক" অর্থ অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(ঠ) "পরীক্ষাগার" অর্থ অনুচ্ছেদ ২০ এর অধীন নির্ধারিত কোন পরীক্ষাগার;

(ড) "বিনির্দেশ" অর্থ জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটির পরামর্শ মোতাবেক সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সারের আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানসহ অন্যান্য উপাদানের মাত্রা এবং সারের ভৌত গুণাবলী ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য;

(ঢ) "ব্যক্তি" অর্থ যে কোন ব্যক্তি এবং কোন কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য যে কোন সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) "ব্রান্ড" অর্থ সার চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শব্দ, ডিজাইন বা ট্রেড মার্ক;

(ত) "মিশ্র সার" (Mixed Fertilizer) অর্থ বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক অথবা জৈব সারের মিশ্রণ হইতে প্রস্তুতকৃত সার;

(থ) "যৌগিক সার" (Compound Fertilizer) অর্থ অন্যূন দুইটি উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান এমন রাসায়নিক সার;

(দ) "রাসায়নিক সার" (Chemical Fertilizer) অর্থ অজৈব অথবা কৃত্রিম পদার্থ হইতে সংগৃহীত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত সার;

(ধ) "লেবেল" অর্থ সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে সারের বস্তা বা আধারের উপর প্রদত্ত বিবরণ অথবা ব্যবহৃত, মুদ্রিত বা প্রদর্শিত নকশা বা চিহ্ন।

৩। **নিবন্ধন**—(১) এই আদেশের অধীন নিবন্ধন ব্যতীত, কোন ব্যক্তি সার বিক্রয় করিতে পারিবে না।

(২) নিবন্ধনের জন্য এই আদেশের সহিত সংযোজিত ফরমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) নিবন্ধনের আবেদন পত্রের সহিত পাঁচ হাজার টাকা নিবন্ধন ফি জমা দিতে হইবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোন আবেদনকারীকে নিবন্ধন করা হইবে না, যথা—

(ক) আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য অসম্পূর্ণ থাকিলে;

(খ) আবেদনকারীর পূর্বেকার নিবন্ধন স্থগিত করা হইয়া থাকিলে; এবং

(গ) আবেদনকারী এই আদেশ জারীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বৎসরের মধ্যে সার (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৯৫ এর অধীন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে।

(৫) নিবন্ধন সনদপত্র উহা প্রদানের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৩)-এ উল্লিখিত ফি প্রদান করতঃ উহা প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নবায়ন করা যাইবে।

৪। **সার উৎপাদন**—(১) কোন ব্যক্তি বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন সার উৎপাদন বা উহার মিশ্রণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন না।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সার বা উহার মিশ্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে বা এতদ্‌সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উৎপাদনযোগ্য সার, সারের বিনির্দেশ ও সারের কাঁচামাল নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) উৎপাদিত সারের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক সার কারখানার সহিত একটি পরীক্ষাগার থাকিতে হইবে।

৫। **সার আমদানী**—(১) কোন ব্যক্তি বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন সার বা উহার কাঁচামাল আমদানী করিতে পারিবেন নাঃ—

তবে শর্ত থাকে যে, শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এমন কোন সার, বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণসাপেক্ষে এবং সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে সাময়িকভাবে আমদানী করা যাইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার—

(ক) সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সারের বিনির্দেশ এবং উহার কাঁচামালের তালিকা প্রকাশ করিবে; এবং

(খ) শুল্ক কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত তালিকা সরবরাহ করিবে।

(৩) আমদানীকৃত সার ছাড়করণের সময় উহার উৎপাদনকারী কর্তৃক নিশ্চয়তা বিশ্লেষণ (Guaranteed Analysis) প্রদান করিতে হইবে।

(৪) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নৌ, স্থল বা বিমান বন্দরে আমদানীকৃত সার বা উহার কাঁচামাল ছাড়করণের সময় উহার নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ত্বরান্বিত ও ত্রুটিমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবে; যথাঃ—

(ক) শুল্ক কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি;

(খ) আমদানীকারকের একজন প্রতিনিধি;

(গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা; এবং

(ঘ) Pre-shipment Inspection Agency এর একজন প্রতিনিধি।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন গঠিত কমিটি যদি আমদানীকৃত সার বা উহার কাঁচামাল আপাতঃদৃষ্টিতে এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে আমদানী করা হইয়াছে মনে করে, তাহা হইলে কমিটি উক্ত সার বা উহার কাঁচামালের নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবে এবং পরীক্ষাগারের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত উহার ছাড়করণ বন্ধ রাখিতে অথবা আমদানীকারকের গুদামে সীলবদ্ধ রাখিবার শর্তে ছাড়করণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (৫) অনুসারে যদি পরীক্ষার ফলাফলে নমুনা সার বা উহার কাঁচামাল বিনির্দেশ বহির্ভূত অথবা পরিবেশ দূষণকারী বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমদানীকারক সংশ্লিষ্ট আমদানীকৃত সমুদয় সার বা উহার কাঁচামাল নিজ খরচে বিনষ্ট করিবে।

৬। **সার গুদামজাতকরণ, বিক্রয় ও বিতরণ**—(১) বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন সার বা উহার কাঁচামাল কোন ব্যক্তি গুদামজাত করিতে বা তাহার দখলে রাখিতে পারিবেন না।

(২) কোন সার বস্তা ভর্তি অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনভাবে বিক্রয় বা বিতরণ করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই উপ-অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৭। **সারের বস্তা**—সারের প্রতিটি বস্তার গায়ে অথবা বস্তার সহিত সংযুক্ত পৃথক লেবেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি স্পষ্টাক্ষরে সহজে দৃশ্যমানভাবে বাংলা বা ইংরেজীতে লিখিত থাকিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সারের নাম;

(খ) সারে বিদ্যমান আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের নাম এবং সারের মোট ওজনের ভিত্তিতে উহার শতকরা হার;

(গ) সারের নীট পরিমাণ;

(ঘ) প্রস্তুতকারকের নাম ও যে দেশে প্রস্তুত সেই দেশের নাম;

(ঙ) নিশ্চয়তা বিশ্লেষণ (Guaranteed Analysis)।

৮। **পরিদর্শক**—(১) এই আদেশের বিধানাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শক সরকারের নির্দেশ অনুসারে তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। **পরিদর্শন**—(১) পরিদর্শক যে কোন সময় যে কোন সার কারখানা এবং তৎসংলগ্ন স্থান, সারের গুদাম বা সার রাখা হয় বা পরিবহন করা হয় এইরূপ যে কোন স্থান, যানবাহন বা সার বিক্রয় বা বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন ও উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে পরিদর্শনকালে পরিদর্শক—

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র এবং তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন সার পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) সার সংরক্ষণ বা বিক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ও তৎসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে এবং কোন অনিয়ম বা ত্রুটি লক্ষ্য করিলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(গ) এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় সার বা উহার কাঁচামাল বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে এবং ক্ষেত্রমত, অনুচেছদ ১০ অনুসারে উহার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(ঘ) পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত যে কোন অনিয়ম বা ত্রুটি সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে পারিবেন; এবং

(ঙ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, আপাততঃ বলবৎ যে কোন আইন বা এই আদেশের বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১০। **বিনির্দেশ বহির্ভূত বা পরিবেশ দূষণকারী সার ইত্যাদি**—(১) কোন ব্যক্তি বিনির্দেশ বহির্ভূত বা পরিবেশ দূষণকারী সার বা উহার কাঁচামাল উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিলে বা দখলে রাখিলে, পরিদর্শক—

(ক) একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে উক্ত সার বা উহার কাঁচামালের নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবেন;

(খ) লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট লটের সার বা উহার কাঁচামালের উৎপাদন, বিক্রয়, বিতরণ বা ব্যবহার পনের দিনের জন্য বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(গ) অবিলম্বে বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) (গ) অনুসারে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠানক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক যদি এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিনির্দেশ বহির্ভূত অথবা পরিবেশ দূষণকারী সার বা উহার কাঁচামাল উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিতেছেন অথবা বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে দখলে রাখিয়াছেন বা সারের কাঁচামাল সার প্রস্তুতে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি—

(ক) উপ-অনুচেছদ (১) অনুসারে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) উপ-অনুচেছদ ১(খ)-তে উল্লিখিত আদেশের মেয়াদ প্রয়োজনবোধে পরীক্ষাগারের ফলাফল প্রাপ্তির অথবা ত্রিশ দিন পর্যন্ত, যে সময়সীমা কম সেই সময়সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন;

(গ) দফা (খ) অনুসারে প্রদত্ত আদেশ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালককে উহার অনুলিপিসহ, যে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে বা দখলে উক্ত সার বা উহার কাঁচামাল রহিয়াছে সেই ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-অনুচেছদ (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট উক্ত আদেশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে আপীল করিতে পারিবেন।

(৪) আপীল প্রাপ্তির অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৫) উপ-অনুচেছদ (১) (ক) অনুসারে নমুনা সার বা উহার কাঁচামাল পরীক্ষায় বিনির্দেশ বহির্ভূত অথবা পরিবেশ দূষণকারী বলিয়া প্রমাণিত হইলে আপীলের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর, অথবা আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল নিষ্পত্তির পর সংশ্লিষ্ট লটের সমুদয় সার বা উহার কাঁচামাল উৎপদানকারী, বিক্রেতা বা বিতরণকারী বা দখলকারী নিজ খরচে বিনষ্ট করিবে।

১১। **উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি (Plant Nutrient Deficiency)**—(১) যদি কোন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে কোন সারে উহা নিশ্চয়তা বিশ্লেষণে (Guaranteed Analysis) এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি রহিয়াছে, যাহা এই আদেশের অংশ ক-এ বর্ণিত ইনভেষ্টিগেশন্যাল এ্যালাউন্স (Investigational Allowance) অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে, তাহা হইলে উক্ত ঘাটতির মূল্য পরিশিষ্টের অংশ (খ)-এ বর্ণিত দণ্ডের উপর ভিত্তি করিয়া নিরূপণ করা হইবে। সারের চুক্তিবদ্ধ টন প্রতি মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া ঘাটতি হওয়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের মূল্য নির্ধারিত হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত ব্যক্তিগণ অনুচ্ছেদ-১০ এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে সংগৃহীত নমুনা সারের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উক্ত সারের ব্যবহারকারীকে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রদেয় দণ্ডের অর্থ ব্যবহারকারীর নিকট হইতে রশিদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরিশোধ করিবেন, এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারের নিকট উক্ত রশিদ প্রেরণ করিবেন; যদি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীকে না পাওয়া যায় তাহা হইলে নিবন্ধিত ব্যক্তি উক্ত দণ্ডের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করিবেন এবং তৎসম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবেন।

(৩) প্রকৃত উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতির জন্য কোন মিশ্র বা যৌগ সারের সংগৃহীত নমুনায় অসামঞ্জস্যতার কারণে ঘাটতি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট না করা গেলে যথাযথ প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) এই অনুচেছদের বিধান মোতাবেক প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশিষ্ট আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-অনুচেছদ (২) এর বিধান মোতাবেক প্রাপ্ত অর্থ নির্দিষ্ট হিসাবে জমা রাখিবার লক্ষ্যে সরকার উক্ত হিসাবের শিরোনাম এবং নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকলকে অবহিত করিবে।

১২। **ব্রান্ডের অপ-ব্যবহার (Misbranding)**—(১) কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন ব্রান্ডের সারে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাকে উক্ত ব্রান্ডের সার হিসাবে **(Misbranded Fertilizer)** সরবরাহ বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না।

(২) কোন সার নিম্নবর্ণিত কারণে ব্রান্ডের পরিবর্তন হইয়াছে (Misbranding) বলিয়া গণ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) যদি সারের বস্তার লেবেল ভূয়া হয় বা অন্য কোন উপায়ে ভুল ধারণার জন্ম দেয়;

(খ) যদি পূর্ব অনুমোদিত অন্য কোন ব্রান্ডের নামে উহা সরবরাহের বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়; এবং

(গ) যদি অনুচ্ছেদ-৭ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে যথাযথভাবে লেবেলকৃত না হয়।

১৩। **ভেজাল (Adulteration)**—নিম্নবর্ণিত কারণে কোন সার ভেজাল বলিয়া গণ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) যদি পরীক্ষাগার কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সার বিশ্লেষণ সার্টিফিকেট অনুযায়ী—

(অ) সারে ক্ষতিকারক পদার্থের উপস্থিতি এই পরিমাণ থাকে যাহা লেবেলে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহার করা হইলে উদ্ভিদ, প্রাণী ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হইবে; এবং

(আ) সারের ব্যবহার বিধিতে উক্ত সারের অপকারিতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক বিবরণ লেবেলে বর্ণিত না থাকে।

(খ) যদি লেবেলে বর্ণিত রাসায়নিক গঠন (Composition) অপেক্ষা নিম্নমানের উপাদানে অথবা অন্য কোন উপায়ে সার তৈয়ার করা হয় ; এবং

(গ) যদি সারে প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যতিত অনাবশ্যক পদার্থ থাকে।

১৪। **ক্ষতিকর পদার্থের জন্য বিশেষ বিধান**—(১) উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর উপাদান বিশিষ্ট কোন সার বিশেষ ধরণের শস্যে প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হইলে উক্ত সারের লেবেলে জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি কোন সারে ক্ষতিকর পদার্থের নিম্নরূপ সীমা নির্ধারণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) ইউরিয়া ফলিয়ার স্প্রে (Spray) হিসাবে অথবা লেবু জাতীয় শস্যে (Citrus) সার হিসাবে ব্যবহৃত হইলে বাই ইউরেট এর পরিমাণ ১.৫% ;

(খ) তামাক জাতীয় ফসলে (যাহা অতিমাত্রায় ক্লোরাইড সংবেদনশীল) ব্যবহৃত সারে ক্লোরিন এর পরিমাণ অনধিক ২.৫%।

১৫। কম ওজন—(১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে লেবেলে উল্লেখিত ওজন অপেক্ষা ১% ভাগের অতিরিক্ত কম ওজনসম্পন্ন সারের প্যাকেট, বস্তা বা মোড়ক পাওয়া গেলে, উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি এই আদেশের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি তিন বছর মেয়াদের মধ্যে তিনবার উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন সনদপত্র ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইবে এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে পুনরায় উক্ত বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার নিবন্ধন সনদপত্র বাতিল করা হইবে।

১৬। সার বিক্রয় বন্ধ রাখার আদেশ—(১) এই আদেশের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন সার বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব অথবা প্রদর্শন করা হইলে সরকার উক্ত সারের মালিক বা দখলকার (Custodian)-কে উহার বিক্রয়, ব্যবহার বা অপসারণ বন্ধ রাখার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আদেশবলে কোন সারের বিক্রয়, ব্যবহার বা অপসারণ বন্ধ রাখা হইলে সরকার উক্ত সারের মালিক বা দখলকারের শুনানী গ্রহণের পর যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭। জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি (National Fertilizer Standardization Committee) —(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা একজন চেয়ারম্যান ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি গঠন করিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন গঠিত জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথাঃ—

(ক) সার সংগ্রহ, আমদানী, বিলিবন্টন, বিক্রয় ও ব্যবসা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ;

(খ) মান নির্ধারণ করা হয় নাই এরূপ নতুন সার, জৈব সার, অনুজীব সার (বায়ো ফার্টিলাইজার), মিশ্র সুষম সার, সয়েল অ্যামেন্ডমেন্ট এবং উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক বা উদ্দীপক (Plant Growth Regulator/Stimulator) এর গবেষণাগার ও মাঠ বা শস্য পর্যায়ে পরীক্ষা পরিচালনা এবং এই সকল পরীক্ষার ফলাফল বা পরিবেশের উপর উহার প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনাপূর্বক দেশে উক্ত সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ ;

(গ) বিভিন্ন সারের এবং সার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের বিনির্দেশ নির্ধারণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান ;

(ঘ) বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে (Agro-ecological) মৃত্তিকা ও ফসলের উপযোগী বিভিন্ন গ্রেডের মিশ্রণ এবং যৌগিক সারের বিনির্দেশ নির্ধারণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান ;

(ঙ) সারের ভৌত বা দানাদার মিশ্রণ প্রস্তুত পদ্ধতির (Formulation) বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ ;

(চ) সকল প্রকার সারের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার স্থাপনের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ;

(ছ) সারের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি নির্ধারণ বা পরিমার্জন ;

(জ) অনুমোদিত সারের তালিকা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে উক্ত তালিকায় সংযোজন বা বিয়োজনের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান ;

(ঝ) সরকার কর্তৃক কমিটির নিকট প্রেরিত অন্য যে কোন বিষয়ে পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান।

১৮। **জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটির সভা**—(১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিটির সভায় উহার চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য এবং উভয়ের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৯। **উপ-কমিটি**—জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উপ-কমিটিতে জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটির বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

২০। **পরীক্ষাগার**—(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরীক্ষাগার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০ (২) অনুসারে কোন পরিদর্শক সার বা সারের কাঁচামাল বা অন্য কোন দ্রব্যের নমুনা কোন পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিলে উক্ত পরীক্ষাগার নমুনা প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করিয়া পরীক্ষার ফলাফলের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক এবং যে ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত সার বা কাঁচামাল বা অন্য দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহার নিকট প্রেরণ করিবে।

২১। **দন্ড**—কোন ব্যক্তি এই আদেশের কোন বিধান বা উহার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ লংঘন করিলে তিনি আইনের ৬, ৭, ৮, ও ৯ ধারা অনুযায়ী দন্ডনীয় হইবেন অথবা এই আদেশের পরিশিষ্ট-১ এর অংশ 'ক' এবং 'খ' তে বর্ণিত বিধানানুযায়ী অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২২। **অব্যাহতি**—সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা এবং উহাতে বর্ণিত শর্তা সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই আদেশের সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

২৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত**—(১) সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৯৫ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আদেশ এর অধীনে কৃত সকল কাজকর্ম বা ব্যবস্থা এই আদেশের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) মাধ্যমিক (Secondary) এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমূহ ঘাটতিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে যদি ইহার কোন উপাদান (Element) প্রদত্ত নিশ্চয়তা (Guarantee) হইতে কম হয় এবং যাহা নিচের শিডিউলে প্রদর্শিত মূল্যমানকে অতিক্রম করে।

উপাদান (Element)	ইনভেস্টিগেশন্যাল এ্যালাউন্সেস (Investigational allowances)		
	%	প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার (% of Guarantee)	
ক্যালসিয়াম (Calcium)	০.২	+	৫%
ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)	০.২	+	৫%
সালফার (Sulphur)	০.২	+	৫%
জিঙ্ক (Zinc)	০.০০৫	+	১০%
বোরন (Boron)	০.০০৩	+	১৫%
মলিবডেনাম (Molybdenum)	০.০০০১	+	৩০%
ক্লোরিন (Chlorine)	০.০০৫	+	১০%
কপার (Copper)	০.০০৫	+	১০%
আয়রণ (Iron)	০.০০৫	+	১০%
ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)	০.০০৫	+	১০%
সোডিয়াম (Sodium)	০.০০৫	+	১০%
কোবাল্ট (Cobalt)	০.০০০১	+	৩০%

উপরে প্রদত্ত শিডিউল অনুসারে যখন গণনা করা হইবে তখন সর্বাধিক প্রদেয় অ্যালাইন্স ১% ভাগ হইবে।

পরিশিষ্ট-১

অংশ-ক

ইনভেস্টিগেশন্যাল এ্যালাউন্সেস

(Investigational allowances)

(ক) একটি সার নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান (Plant nutrients) ঘাটতিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা করা হইবে যদি উহার উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের বিশ্লেষণ প্রদত্ত নিশ্চয়তা (Guarantee) অপেক্ষা কম হয় এবং যাহা নিচের শিডিউলে প্রদর্শিত মূল্যমানকে অতিক্রম করে ঃ

নিশ্চয়তা প্রদত্ত শতকরা হার (Guaranteed percent)	নাইট্রোজেনের শতকরা ঘাটতির হার Nitrogen (N) percent	প্রাপ্ত ফসফেটের শতকরা ঘাটতির হার (Available Phosphate (P_2O_2) percent)	পটাশের শতকরা হার (Potash (K_2O_2) percent)
০৪ অথবা কম	০.৪৯	০.৬৭	০.৪১
০৫	০.৫১	০.৬৭	০.৪১
০৬	০.৫২	০.৬৭	০.৪৩
০৭	০.৫৪	০.৬৮	০.৪৭
০৮	০.৫৫	০.৬৮	০.৫৩
০৯	০.৫৭	০.৬৮	০.৬০
১০	০.৫৮	০.৬৯	০.৬৫
১২	০.৬১	০.৬৯	০.৭৯
১৪	০.৬৩	০.৭০	০.৮৭
১৬	০.৬৭	০.৭০	০.৯৪
১৮	০.৭০	০.৭১	১.০১
২০	০.৭৩	০.৭২	১.০৮
২২	০.৭৫	০.৭২	১.১৫
২৪	০.৭৮	০.৭৩	১.২১
২৬	০.৮১	০.৭৩	১.২৭
২৮	০.৮৩	০.৭৪	১.৩৩
৩০	০.৮৬	০.৭৫	১.৩৯
৩২ অথবা বেশী	০.৮৮	০.৭৬	১.৪৪

ফরম

বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য

নিবন্ধনের জন্য আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

২। উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে ঃ

(ক) কারখানার ঠিকানা ঃ

(খ) সারের বিনির্দেশ ঃ

(গ) কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীর নাম ও যোগ্যতা ঃ

(ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

(ঙ) উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য ঃ

৩। বিপণনের ক্ষেত্রে ঃ

আবেদনকারীর বিপণন কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা (একাধিক কেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে) ঃ

৪। নিবন্ধন/নিবন্ধন নবায়ন ফি জমা প্রদানের রশিদ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ঃ ১

পরিশিষ্ট ঃ ২

পরিশিষ্ট-১

অংশ-খ

নিশ্চয়তা প্রদত্ত বিশ্লেষণ হইতে বিচ্যুতির জন্য নির্ধারিত দন্ড (Penalties for deviation from guaranteed analysis)

(ক) দন্ডের হার (Penalty rates)

যখন কোন সার উদ্ভিদের নিশ্চয়তা প্রদত্ত (Guaranteed) পুষ্টি উপাদানের (Plant Nutrient) যোগান দিতে ব্যর্থ হইবে তখন নিম্নবর্ণিতভাবে দন্ডারোপ করা হইবে ঃ

নিশ্চয়তা প্রদত্ত বিশ্লেষণ হইতে বিচ্যুতির জন্য নির্ধারিত দন্ড (Deviation from guaranteed analysis)	সমন্বয়ের সংখ্যা (Adjustment factor)
(১) যখন ইনভেস্টিগেশন্যাল এ্যালাউন্স (Investigational allowance) (IA) হইতে কোন নিশ্চয়তা প্রদত্ত উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি বেশী হইবে না।	০
(২) যখন নিশ্চয়তা প্রদত্ত উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি আইএ (IA) হইতে বেশী হইবে কিন্তু ২× আই এ হইতে কম হইবে।	২
(৩) যখন নিশ্চয়তা প্রদত্ত উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি ২× আই এ হইতে বেশী হইবে।	৩

উপরে প্রদর্শিত দন্ড প্রতিটি নিশ্চয়তা প্রদত্ত উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের জন্য প্রযোজ্য হইবে। উদ্ভিদের একটি পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি মেটানোর জন্য অন্য একটি উপাদানের প্রদত্ত অধিক নিশ্চয়তা (Over Guarantee) গ্রহণযোগ্য হইবে না। দ্রব্যটির চুক্তিবদ্ধ টনপ্রতি দরের উপর ভিত্তি করিয়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের মূল্যমান নিরূপণ করা হইবে।

(খ) গণনার উদাহরণ (Example of Computation)

১। একজন নিবন্ধিকৃত ব্যক্তি (Registrant) কর্তৃক প্রদত্ত একটি ট্রিপল সুপার ফসফেটের P_2O_2 এর নিশ্চয়তা (Guarantee) হইল ৪৬% যাহা টন প্রতি টাকা ৭,০০০/- দরে ১০ টনের একটি লট (Lot) রাসায়নিক পরীক্ষাগারের পর উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান P_2O_2 ৪৫.২% ভাগ পাওয়া গেলে যাহার অর্থ দাঁড়ায় ০.৮% P_2O_2 ঘাটতি (৪৬%-৪৫.২%)। এইখানে মূল্য সমন্বয় (দন্ড) এইরূপে গণনা করিতে হইবে।

০.৮ (ঘাটতি) × ২ (সমন্বয় সংখ্যা) × টাকা ১৫২। পুষ্টি উপাদানের মূল্য=টাকা (৭,০০০÷৪৬) × ১০ (সারটির মোট ওজন)=টাকা ২,৪৩২/- (দন্ড)।

২। একজন নিবন্ধিকৃত ব্যক্তি কর্তৃক একটি যৌথ সারের প্রদত্ত নিশ্চয়তা হইল ১৬ঃ১৬ঃ৮ সেখানে ১৬% নাইট্রোজেন, ১৬% ফসফেট এবং ৮% পটাশ রহিয়াছে এবং যাহা টন প্রতি টাকা ৬,০৫০/- দরে ৫০ টনে একটি লট। রাসায়নিক পরীক্ষার পর উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান এইরূপ পাওয়া গেল ঃ

১৫.৩% নাইট্রোজেন, ১৪.৫% ফসফেট এবং ৮.৮% পটাস যাহার অর্থ দাঁড়ায় ০.৭% নাইট্রোজেন (১৬.০%-১৫.৩%) এবং ১.৫% ফসফেট (১৬.০-১৪.৫% ঘাটতি)। যদিও এইখানে পটাসের পরিমাণে প্রদত্ত নিশ্চয়তার পরিমাণের চাইতে বেশী, তবুও এই অতিরিক্ত পরিমাণের উপস্থিতির জন্য ঘাটতির পরিমাণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না। ফলে এইখানে মূল্য সমন্বয় (দন্ড) এইরূপে গণনা করিতে হইবে।

০.৭ (নাইট্রোজেন ঘাটতি) × ২ (সমন্বয় সংখ্যা) × টাকা ১৫০/- (উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের মূল্য টাকা ৬,০০০÷৪০) × ৫০ (সারের মোট ওজন)+১.৫ (ফসফেটের ঘাটতি) × ৩ (সমন্বয় সংখ্যা) × টাকা ১৫০/- (উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের মূল্য=টাকা ৬,০০০÷৪০) × ৫০ (সারের মোট ওজন) = টাকা ৪৪,২৫০/- (দন্ড)।

সারমর্ম-	০.৭×২×১৫০×৫০ =	১০,৫০০/-
	১.৫×৩×১৫০×৫০ =	৩৩,৭৫০/-
		৪৪,২৫০/-

৩। একজন নিবন্ধিকৃত ব্যক্তি কর্তৃক গন্ধক সমৃদ্ধ কোন ১৬ঃ১৬ঃ৮ অনুপাতের সারের প্রদত্ত নিশ্চয়তা হইল ১৬% নাইট্রোজেন, ১৬% ফসফেট, ৮% পটাশ এবং ৪% গন্ধক যাহা টন প্রতি টাকা ৬,৬০০/- দরে ১০০ টনের একটি লট। রাসায়নিক পরীক্ষার পর উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান এইরূপ পাওয়া গেল ঃ ১৬.১% নাইট্রোজেন, ১৫.৮% ফসফেট, ৭.৯% পটাস এবং ৩% গন্ধক যাহার অর্থ দাড়ায় ১% গন্ধকের (৪.০-৩.০) ঘাটতি। যদি প্রদত্ত গন্ধক ৩.৬% হয়, তাহা হইলে উক্ত গন্ধকের প্রদত্ত নিশ্চয়তা ৪% এই স্থলে ঘাটতিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে (০.২%+৪% এর ৫% = ·০৪% গন্ধক)। এই ক্ষেত্রে মূল্য সমন্বয় (দন্ড) এইরূপে গণনা করিতে হইবে ঃ ১·০ (ঘাটতি) ×৩ (সমন্বয় সংখ্যা × টাকা ১৫০ (পুষ্টি উপাদানের মূল্য= ৬,৬০০÷৪৪) × ১০০ (সারের মোট ওজন) = টাকা ৪৫,০০০/- (দন্ড)।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডঃ এ, এম, এম শওকত আলী
সচিব।

মোঃ আবদুল করিম সরকার, (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।